দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ 17 APR 1996
পৃষ্ঠা ৮2 কলাম 2

বিশ্ববিদ্যালয়ে ১৩টি হত্যাকাণ্ড

একটিরও বিচার হয় নাই

বিশ্ববিদ্যালয় রিপোর্টার ॥ গত বছর দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে সন্ত্রাসী ঘটনায় ১৩ জন ছাত্র নিহত হইয়াছে। এই সময়ে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে সর্বাধিক ৫ জন ছাত্র নিহত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ৩ জন, প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে ১ জন এবং ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ২ জন নিহত হয়। সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, আভ্যন্তরীণ কোন্দল, রাজনৈতিক মতবিরোধ, চাঁদা ও টেন্ডারবাজি এবং হলে ক্ষমতা ও সীট দখলের ঘটনাকে কেন্দ্র করিয়া সৃষ্ট সন্ত্রাসী ঘটনায় প্রাণ হারাইতে হয় এসব ছাত্রের। বিবদমান ছাত্র সংগঠনগুলির মধ্যে রহিয়াছে ঃ ছাত্রশিবির, ছাত্রদল, ছাত্রলীগ (শা-পা) ও গণতান্ত্রিক ছাত্রঐক্য। গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন গবেষণা ছাত্রকেন্দ্র ল' রিভিউ "বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘটিত সন্ত্রাস ও ছাত্র হত্যা ঃ ১৯৯৫-এর খতিয়ান" শীর্ষক এক মতবিনিময় সভায় এই তথ্য প্রকাশ করে। সভায় সকল সন্ত্রাসী ঘটনার সুষ্ঠু তদন্ত ত্বরান্বিত করার জন্য সরকারের পক্ষ হইতে এই মুহূর্তে জরুরী নির্দেশ (১১শ পৃঃ দ্রঃ)

বিশ্ববিদ্যালয়ে

(শেষ পৃঃ পর)

প্রদান, বিচার প্রক্রিয়া চালু এবং দোষী ব্যক্তিকে আইনানুযায়ী উপযুক্ত শাস্তি প্রদান, সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত কর্মী ও নেতৃবৃন্দকে সংশ্লিষ্ট সংগঠন হইতে বহিষ্কার, সন্ত্রাসী ঘটনায় জড়িত ছাত্রদেরকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুযায়ী শাস্তি প্রদান ও বহিষ্কারের দাবী সহ ২০ দফা দাবী ও প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। লিখিত বক্তব্যে সন্ত্রাস ও ছাত্র হত্যার বিস্তারিত রিপোর্ট প্রদান করিয়া বলা হয়, '৯৫-এর জানুয়ারী হইতে ডিসেম্বর পর্যন্ত যে সকল হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হইয়াছে উহার প্রতিটি এখনও তদন্ত পর্যায়ে রহিয়াছে। কয়েকটি মামলার তদন্তভার পুলিশের গোয়েন্দা সংস্থার হাতে দেওয়া হইলেও তথ্যানুসন্ধানে দেখা গিয়াছে তদন্ত কার্যের কোন অগ্রগতি হয় নাই। কয়েকটি মামলার অভিযুক্তদের আটক করা হইলেও পরবর্তী পর্যায়ে আদালত অথবা উচ্চ পর্যায়ের নির্দেশে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। আশ্চার্যের বিষয় এই যে, হত্যাকাণ্ডের মতন অজামিনযোগ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি নিম্ন আদালতে জামিন পাইতেছে। সেগুন বাগিচাস্থ 'অধিকার' কার্যালয়ে আয়োজিত এই মতবিনিময় সভায় ল'। রিভিউ-এর জাভেদ হাসান মাহমুদ, আইজ্যাক রবিনসন, ডঃ শাহেদুল মানিক, হামিদা হোসেন প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।